

শ্রী হনুমান চালিশা বাংলা অর্থ

পাঠ: গীতা প্রেস, গোরখপুর · অর্থ: hanumanchalisapdf.in

॥ দোহা ॥

শ্রীগুরু চরন সরোজ রজ নিজ মনু মুকুর সুধারি ।

বরনউ রঘুবর বিমল জসু জো দায়কু ফল চারি ॥

অর্থ: শ্রীগুরুর চরণকমলের ধুলো দিয়ে আমি আমার মনের আয়না পরিষ্কার করে নিই। তারপর শ্রীরঘুবরের (শ্রীরামের) নির্মল যশ গাই, যে যশ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারটি ফলই দেয়।

বুদ্ধিহীন তনু জানিকে, সুমিরৌং পবন-কুমার ।

বল বুধি বিদ্যা দেহ মোহিং, হরহ কলেস বিকার ॥

অর্থ: নিজেকে বুদ্ধিহীন জেনে আমি পবনপুত্র হনুমানকে স্মরণ করি। হে হনুমান, আমাকে বল, বুদ্ধি আর বিদ্যা দাও, আর আমার দুঃখ-কষ্ট (কলেস) ও মনের দোষ (বিকার) দূর করো।

॥ চৌপাঈ ॥

1 জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর ।

জয় কপীস তিহঁ লোক উজাগর ॥

অর্থ: হে হনুমান, তোমার জয় হোক। তুমি জ্ঞান আর গুণের সাগর। হে বানররাজ (কপীস), তোমার জয় হোক। তিন লোকে তোমার যশ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

2 রাম দূত অতুলিত বল ধামা ।

অঞ্জনি-পুত্র পবনসুত নামা ॥

অর্থ: তুমি শ্রীরামের দূত, তোমার বলের কোনো তুলনা নেই। লোকে তোমাকে অঞ্জনীপুত্র (অঞ্জনি-পুত্র) আর পবনপুত্র (পবনসুত) নামে চেনে।

3 মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী ।

কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী ॥

অর্থ: হে মহাবীর, তুমি খুব পরাক্রমী, তোমার শরীর বজ্রের মতো কঠিন। তুমি কুবুদ্ধি (কুমতি) দূর করো, আর যাদের সুবুদ্ধি (সুমতি) আছে, তুমি তাদের সঙ্গী।

4 কঞ্চন বরন বিরাজ সুবেসা ।

কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেসা ॥

অর্থ: তোমার গায়ের রং সোনার মতো, সুন্দর বেশে তুমি শোভা পাও। কানে কুণ্ডল, মাথায় কোঁকড়া চুল।

5 হাথ বজ্র ঔর ধ্বজা বিরাজে ।

কাঁধে মুঁজ জনেউ সাজে ॥

অর্থ: তোমার হাতে বজ্র আর পতাকা শোভা পায়, কাঁধে মুঁজ ঘাসের পৈতে।

6 সঙ্কর সুবন কেসরীনন্দন ।

তেজ প্রতাপ মহা জগ বন্দন ॥

অর্থ: তুমি শিবের অংশ, কেশরীর ছেলে । তোমার তেজ আর প্রতাপ বিরাট, সারা জগৎ তোমাকে প্রণাম করে ।

7 বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর ।

রাম কাজ করিবে কো আতুর ॥

অর্থ: তুমি বিদ্বান, গুণী আর খুব বুদ্ধিমান, শ্রীরামের কাজ করতে সবসময় আগ্রহী ।

8 প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিয়া ।

রাম লখন সীতা মন বসিয়া ॥

অর্থ: প্রভু শ্রীরামের কথা শুনতে তুমি খুব ভালোবাসো । শ্রীরাম, লক্ষ্মণ আর মা সীতা তোমার মনে বাস করেন ।

9 সূক্ষ্ম রূপ ধরি সিয়হিং দিখাবা ।

বিকট রূপ ধরি লঙ্ক জরাবা ॥

অর্থ: ছোট (সূক্ষ্ম) রূপ ধরে তুমি মা সীতাকে দেখা দিয়েছিলে, আর ভয়ংকর (বিকট) রূপ ধরে লঙ্কা পুড়িয়েছিলে ।

10 ভীম রূপ ধরি অসুর সঁহারে ।

রামচন্দ্র কে কাজ সঁবারে ॥

অর্থ: বিশাল (ভীম) রূপ ধরে তুমি অসুরদের সংহার করেছিলে, শ্রীরামচন্দ্রের কাজ সুন্দরভাবে শেষ করেছিলে ।

11 লায় সজীবন লখন জিয়ায়ে ।

শ্রীরঘুবীর হরষি উর লায়ে ॥

অর্থ: সঞ্জীবনী এনে তুমি লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচিয়েছিলে । তাই দেখে খুশি হয়ে শ্রীরঘুবীর (শ্রীরাম) তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ।

12 রঘুপতি কীন্হী বহুত বড়াঈ ।

তুম মম প্রিয় ভরতহি সম ভাই ॥

অর্থ: শ্রীরঘুপতি (শ্রীরাম) তোমার অনেক প্রশংসা করে বললেন: তুমি আমার কাছে ভরতের মতোই প্রিয় ভাই ।

13 সহস বদন তুম্হরো জস গাবৈং ।

অস কহি শ্রীপতি কণ্ঠ লগাবৈং ॥

অর্থ: “হাজার মুখের শেষনাগ তোমার যশ গায়”, এই বলে শ্রীপতি (শ্রীরাম) তোমাকে জড়িয়ে ধরেন ।

14 সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনীসা ।

নারদ সারদ সহিত অহীসা ॥

অর্থ: সনক প্রমুখ ঋষি, ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতা, বড় বড় মুনি, নারদ, সরস্বতী আর শেষনাগও তোমার যশ গান ।

15 জম কুবের দিগপাল জহাঁ তে ।

কবি কোবিদ কহি সকে কহাঁ তে ॥

অর্থ: যম, কুবের আর দিকপালরা (দশ দিকের রক্ষক) তোমার যশ গান । তাহলে কবি আর পণ্ডিতরা কী করে তা পুরোপুরি বলবেন?

16 তুম উপকার সুগ্রীবহিং কীন্হা ।

রাম মিলায় রাজ পদ দীন্হা ॥

অর্থ: তুমি সুগ্রীবের বড় উপকার করেছিলে: তাঁকে শ্রীরামের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে রাজসিংহাসন পাইয়ে দিয়েছিলে ।

17 তুমহরো মন্ত্র বিভীষন মানা ।

লঙ্কেশ্বর ভএ সব জগ জানা ॥

অর্থ: বিভীষণ তোমার পরামর্শ (মন্ত্র) মেনে লঙ্কার রাজা হয়েছিলেন, সারা জগৎ তা জানে ।

18 জুগ সহস্র জোজন পর ভানু ।

লীল্যো তাহি মধুর ফল জানু ॥

অর্থ: সূর্য কত দূরে (জুগ সহস্র জোজন), তবু মিষ্টি ফল ভেবে তুমি তাকে গিলে ফেলেছিলে ।

19 প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহীং ।

জলধি লাঁঘি গয়ে অচরজ নাহীং ॥

অর্থ: প্রভু শ্রীরামের আংটি মুখে রেখে তুমি সমুদ্র পার হয়েছিলে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই ।

20 দুর্গম কাজ জগত কে জেতে ।

সুগম অনুগ্রহ তুমহরে তেতে ॥

অর্থ: জগতে যত কঠিন কাজ আছে, তোমার কৃপায় সব সহজ হয়ে যায় ।

21 রাম দুআরে তুম রখবারে ।

হোত ন আজ্ঞা বিনু পৈসারে ॥

অর্থ: তুমি শ্রীরামের দ্বাররক্ষী । তোমার অনুমতি ছাড়া সেখানে কেউ ঢুকতে পারে না ।

22 সব সুখ লহৈ তুমহারী সরনা ।

তুম রক্ষক কাহু কো ডর না ॥

অর্থ: যাঁরা তোমার শরণে আসেন, তাঁরা সব সুখ পান । তুমি রক্ষক থাকলে কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই ।

23 আপন তেজ সম্হারো আঁপৈ ।

তীনোং লোক হাঁক তেং কাঁপৈ ॥

অর্থ: নিজের তেজ (শক্তি) তুমি নিজেই সামলাতে পারো । তোমার হংকারে (হাঁক) তিন লোক কেঁপে ওঠে ।

24 ভূত পিসাচ নিকট নহিং আঁবৈ ।

মহাবীর জব নাম সুনাবৈ ॥

অর্থ: যখন মহাবীর হনুমানের নাম নেওয়া হয়, তখন ভূত-পিশাচ কাছে আসে না ।

25 নাসৈ রোগ হরৈ সব পীরা ।

জপত নিরন্তর হনুমত বীরা ॥

অর্থ: বীর হনুমানের নাম নিরন্তর জপ করলে রোগ সারে, সব কষ্ট দূর হয় ।

26 সঙ্কট তেং হনুমান ছুড়াবৈ ।

মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাঁবৈ ॥

অর্থ: যাঁরা মন, কাজ আর কথা দিয়ে হনুমানজির ধ্যান করেন, তিনি তাঁদের সংকট থেকে উদ্ধার করেন ।

- 27 সব পর রাম তপস্বী রাজা ।
তিন কে কাজ সকল তুম সাজা ॥
অর্থ: তপস্বী রাজা শ্রীরামই সবার শ্রেষ্ঠ, আর তাঁর সব কাজ তুমিই করে দিয়েছ ।
- 28 ঔর মনোরথ জো কোই লাবৈ ।
সেই অমিত জীবন ফল পাবৈ ॥
অর্থ: যে কোনো মনোবাসনা (মনোরথ) নিয়ে যিনি তোমার কাছে আসেন, তিনি জীবনে তার অফুরন্ত ফল পান ।
- 29 চারোং জুগ পরতাপ তুম্হারা ।
হৈ পরসিদ্ধ জগত উজিয়ারা ॥
অর্থ: চার যুগেই (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি) তোমার প্রতাপ, আর তোমার যশ জগৎজোড়া, তার আলোয় সারা জগৎ উজ্জ্বল ।
- 30 সাধু সন্ত কে তুম রখবারে ।
অসুর নিকন্দন রাম দুলারে ॥
অর্থ: তুমি সাধু-সন্তদের রক্ষক, অসুরদের বিনাশ করো, আর তুমি শ্রীরামের বড় আদরের ।
- 31 অষ্ট সিদ্ধি নৌ নিধি কে দাতা ।
অস বর দীন জানকী মাতা ॥
অর্থ: তুমি আটটি সিদ্ধি আর নয়টি নিধি দিতে পারো; এই বর তোমাকে মা জানকী (সীতা) দিয়েছেন ।
- 32 রাম রসায়ন তুম্হরে পাসা ।
সদা রহো রঘুপতি কে দাসা ॥
অর্থ: রামভক্তির রসায়ন (নতুন প্রাণ দেওয়া ওষুধ) তোমার কাছে আছে, আর তুমি সবসময় শ্রীরঘুপতির (শ্রীরামের) দাস হয়ে থাকো ।
- 33 তুম্হরে ভজন রাম কো পাবৈ ।
জনম জনম কে দুখ বিসরাবৈ ॥
অর্থ: তোমার ভজনা করে ভক্তরা শ্রীরামকে পান, জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ ভুলে যান ।
- 34 অন্ত কাল রঘুবর পুর জাগৈ ।
জহাঁ জন্ম হরি-ভক্ত কহাগৈ ॥
অর্থ: এমন ভক্তরা শেষকালে শ্রীরঘুবরের (শ্রীরামের) ধামে যান, আর আবার যেখানেই জন্মান, হরিভক্ত বলেই পরিচিত হন ।
- 35 ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরঙ্গৈ ।
হনুমত সেই সর্ব সুখ করঙ্গৈ ॥
অর্থ: অন্য দেবতাদের মনে না রাখলেও, শুধু হনুমানজির সেবা করলেই সব সুখ পাওয়া যায় ।
- 36 সঙ্কট কটে মিটে সব পীরা ।
জো সুমিরৈ হনুমত বলবীরা ॥
অর্থ: যাঁরা বলবীর হনুমানকে স্মরণ করেন, তাঁদের সংকট কেটে যায়, সব কষ্ট মিটে যায় ।

37 জৈ জৈ জৈ হনুমান গোসাঈং ।

কৃপা করহ গুরু দেব কী নাঈং ॥

অর্থ: হে প্রভু (গোসাঈং) হনুমান, তোমার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক । গুরুর মতো আমার ওপর কৃপা করো ।

38 জো সত বার পাঠ কর কোঈ ।

ছুটহি বন্দি মহা সুখ হোঈ ॥

অর্থ: যাঁরা এটি একশো (সত) বার পাঠ করেন, তাঁরা বন্ধন থেকে মুক্ত হন, মহা সুখ পান ।

39 জো যহ পটৈ হনুমান চলীসা ।

হোয় সিদ্ধি সাথী গৌরীসা ॥

অর্থ: যাঁরা এই হনুমান চাליশা পড়েন, তাঁরা সিদ্ধি পান; এর সাক্ষী গৌরীশ (শিব) ।

40 তুলসীদাস সদা হরি চেরা ।

কীজৈ নাথ হৃদয় মই ডেরা ॥

অর্থ: তুলসীদাস চিরকাল হরির (শ্রীরামের) দাস । হে নাথ, আমার হৃদয়ে এসে বাস করো ।

॥ দোহা ॥

পবনতনয় সঙ্কট হরন, মঙ্গল মুরতি রূপ ।

রাম লষন সীতা সহিত, হৃদয় বসহ সুর ভূপ ॥

অর্থ: হে পবনপুত্র, তুমি সংকট দূর করো, তুমি মঙ্গলের মূর্তি । হে দেবতাদের রাজা, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ আর মা সীতাকে নিয়ে আমার হৃদয়ে বাস করো ।